



234125 - যবে ব্যক্তিকোন ওজর ছাড়া রমযানরে রোযা রাখনে কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ভঙ্গে ফলেছে তার উপর কিকাযা পালন করা ফরয?

প্রশ্ন

যদি কটে কোন ওজর ছাড়া রমযানরে রোযা না-রখে থাকে কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ভঙ্গে থাকে যবে দনিগুলোর রোযা সবে ভঙ্গ করছে সবে দনিগুলোর রোযা কাযা পালন করা তার উপর কি ফরয?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

রমযানরে রোযা পালন ইসলামরে অন্যতম একটি রুকন (মূল স্তম্ভ)। কোন মুসলমিরে জন্য ওজর ছাড়া রমযানরে রোযা ত্যাগ করা বধৈ নয়। যবে ব্যক্তি শরযিত অনুমোদতি কোন ওজররে কারণে (যমেন- অসুস্থ থাকা, সফরে থাকা, ঋতুগ্রস্বত হওয়া) রমযানরে রোযা বাদ দয়িছে কিংবা ভঙ্গ করছে; যবে রোযাগুলো সবে ভঙ্গেছে সবে রোযাগুলোর কাযা পালন করা আলমেগণরে ইজমার ভিত্তিতে তার উপর ফরয। যহেতে আল্লাহ তাআলা বলনে, “আরকটে অসুস্থ থাকলে কিংবা সফরে থাকলে অন্যসময় এই সংখ্যা পূরণ করবে।” [সূরা বাক্বারা, ২ : ১৮৫]

আর যবে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে অবহলো করে রমযানরে রোযা বর্জন করছে, সটো একটমিত্র রোযার ক্ষত্রে হলেও (যমেন সবে রোযার নয়িতই করনে কিংবা কোন ওজর ছাড়া রোযা শুরু করে ভঙ্গে ফলেছে) সবে কবরি গুনাতে (মহাপাপে) লপিত হয়ছে। তার উপর তওবা করা ফরয।

অধিকাংশ আলমেরে মতে, সবে যবে দনিগুলোর রোযা ভঙ্গেছে সবে দনিগুলোর রোযা কাযা পালন করা তার উপর ফরয। বরং কটে কটে এই মর্মে ইজমা উল্লেখ করছেন।

ইবনে আব্দুল বার বলনে: “গটো উম্মত ইজমা করছেন এবং সকলে উদ্ধৃত করছেন যবে, যবে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা পালন করনে, কনিতু সবে রমযানরে রোযা ফরয হওয়ার প্রতি বিশ্বাসী, সবে অবহলো করে, অহংকারবশতঃ রোযা রাখনে, ইচ্ছা করই তা করছে, অতঃপর তওবা করছে: তার উপর রোযার কাযা পালন করা ফরয।” [আল-ইযতযিকার (১/৭৭) থেকে সমাপ্ত]

ইবনে কুদামা আল-মাকদসি বলনে:



“আমরা এ ব্যাপারে কোন ইখতলিফ জাননি। কেননা রোযা তার দায়িত্বে সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং রোযা পালন করা ছাড়া তার দায়িত্ব মুক্ত হবে না। বরং যভোবে ছিল সভোবে তার দায়িত্ব থেকে যাবে।”[আল-মুগনি (৪/৩৬৫)]

স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র (১০/১৪৩) এসছে:

যে ব্যক্তি রোযা ফরয হওয়াকে অস্বীকার করে রোযা ত্যাগ করে সে ব্যক্তি সর্বসম্মতক্রমে (ইজমার ভিত্তিতে) কাফরে। আর যে ব্যক্তি অলসতা করে, কথিবা অবহলো করে রোযা ছড়ে দেয় সে কাফরে হবে না। কিন্তু, সে ইসলামের সর্বজন স্বীকৃত (ইজমা সংঘটিত) একটি রুকন ছড়ে দেওয়ার মাধ্যমে মহা বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে রয়েছে। নতুবর্গেরে কাছ থেকে সে শাস্তি ও সাজা পাওয়ার উপযুক্ত; যাত সে এবং তার মত অন্যরো এর থেকে নবিত্ত হয়। বরং কছু কছু আলমেরে মতে, সেও কাফরে। সে যে রোযাগুলো ভঙগ করছে সেগুলোর কাযা পালন করা ও আল্লাহর কাছ তওবা করা তার উপর ফরয।[সমাপ্ত]

শাইখ বনি বায (রহঃ) কে জিজ্ঞেসে করা হয়েছিল: শরযিত অনুমোদতি কোন ওজর ছাড়া যে ব্যক্তি রমযান মাসরে রোযা রাখবে না তার হুকুম কী? তার বয়স প্রায় সতরে বছর। তার কোন ওজর নই। তার কিকরা উচতি? তার উপর কিকাযা পালন করা ফরয?

জবাবে তিনি বলেন: হুয়াঁ, তার উপর কাযা পালন করা এবং তার অবহলো ও বাড়াবাড়ি জন্য আল্লাহর কাছ তওবা করা ফরয।

তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ সংক্রান্ত যে হাদিসটি বর্ণিত আছে: “যে ব্যক্তি কোন (শরযি) ছাড় ব্যতীত কথিবা রোগে ব্যতীত রমযান মাসরে কোন একদিনেরে রোযা ভঙগে সে সারা বছর রোযা রাখলেও কাযা পালন হবে না।” সে হাদিসটি দুর্বল, মুযতারবি, আলমেদরে নকিট এটি সহহি হাদিস নয়।[নুবুন আলাদ দারব ফতোয়াসমগ্র (১৬/২০১) থেকে সমাপ্ত]

কছু কছু আলমেরে মতে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে রমযানেরে রোযা রাখেনি তার উপর কাযা পালন নই। বরং সে বেশি বেশি নফল রোযা রাখবে। এটি জাহেরি মতাবলম্বীদের মাযহাব। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমযিয়া ও শাইখ উছাইমীন এ অভিমতি পছন্দ করছেন।

হাফযে ইবনে রজব হাম্বলি বলেন:

জাহেরি মতাবলম্বীদের অভিমত কথিবা তাদের অধিকাংশ আলমেরে অভিমত হচ্ছে- ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ত্যাগকারীর উপর কাযা নই। শাফযেরি ছাত্র আব্দুর রহমান থেকে, শাফযেরি মযেরে ছলে থেকেও এমন অভিমত বর্ণিত আছে। ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা-নামায ত্যাগকারীর ক্ষতেরে এটি আবু বকর আল-হুমাইদরিও উক্তি: ‘কাযা পালন করলে দায়িত্ব মুক্ত হবে না’। আমাদের মাযহাবেরে অনুসারী পূববর্তী একদল আলমেরে অভিমতও এটাই; যমেন- আল-জুযজানি, আবু মুহাম্মদ আল-বারবাহারি, ইবনে



বাত্তাহ্।”।[ফাতহুল বারী (৩/৩৫৫) থেকে সমাপ্ত]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন:

বনি ওজরনে নামায কথিবা রযো ত্যাগকারী কাযা পালন করবে না।[আল-ইখতিয়ারাত আল-ফকিহিয়া (পৃষ্ঠা-৪৬০) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন বলেন:

আর যদি মূলতই সে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ওজর ছাড়া রযো ত্যাগ করে; তাহলে অগ্রগণ্য মতানুযায়ী, তার উপর কাযা পালন করা আবশ্যিক নয়। কেননা কাযা পালন করে তার কোন লাভ হবে না। যহেতু তার থেকে সটো কবুল করা হবে না। কারণ ফকিহী নীতি হচ্ছে, ‘যদি নির্দিষ্ট কোন সময়ে সাথে সংশ্লিষ্ট ইবাদত কোন ওজর ছাড়া উক্ত নির্দিষ্ট সময়ে পালন করা না হয় তাহলে তার থেকে সটো কবুল করা হয় না।’।[মাজমুউল ফাতাওয়া (১৯/৮৯) থেকে সমাপ্ত]

সারকথা:

যে ব্যক্তি রমযানের রযো ইচ্ছাকৃতভাবে বর্জন করবে অধিকাংশ আলমের মতে, তার উপর কাযা পালন করা আবশ্যিক। আর কিছু কিছু আলমের মতে, কাযা পালন করা শরয়িতসিদ্ধ নয়। কেননা এটি এমন ইবাদত যে ইবাদতের সময় পার হয়ে গেছে। তবে, অধিকাংশ আলমে যে অভিমত প্রকাশ করছেন সটো অগ্রগণ্য। কেননা, রযো এমন ইবাদত যা ব্যক্তির দায়িত্বে সাব্যস্ত হয়েছে; সুতরাং এটি পালন করা ছাড়া দায়িত্ব মুক্ত হবে না।